কয়লা নীতি জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন

খোন্দকার তাজউদ্দিন

কয়লা ও গ্যাসসহ জ্বালানিদ্রব্য রপ্তানি প্রচেষ্টা রোধ করার জন্য আইন করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এ দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। কয়লা আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সম্পদ। কাজেই কয়লানীতি অবশ্যই হতে হবে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার আলোকে। প্রস্তাবিত কয়লানীতিটি জাতীয় জ্বালানি নীতির অংশ না করে একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তেল-গ্যাস-কয়লাবিষয়ক নাগরিক কমিশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রস্তাবিত কয়লানীতি নিয়ে আয়োজিত সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও খনিজসম্পদ বিশেষজ্ঞরা এ মতামত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি কাজী খলীকুজ্জমানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিডিবি'র সাবেক চেয়ারম্যান নূর উদ্দিন মাহমুদ কামাল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম, ড. এমএম আকাশ, প্রকৌশলী সফিউদ্দিন সরকার, সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, এডিবির সাবেক কর্মকর্তা রাজিউদ্দিন হারুন, অর্থনীতি সমিতির সদস্য শামীমা ইয়াসমিন ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়কারী শুভ কিবরিয়া।

সভাপতি কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, সমন্বিত জ্বালানিনীতির অংশ হিসেবে কয়লানীতি করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদেশীদের স্বার্থে যে কয়লানীতি তৈরি করা হয়েছে তা মেনে নেয়া যায় না। কয়লা নীতি দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণয়ন করতে হবে। জ্বালানি সম্পদ মাটির নিচে থাকতেই পারে, সীমিত সম্পদ উত্তোলন করে রপ্তানি করা কখনোই যুক্তি সংগত হবে না। আইন প্রণয়ন করে এ ধরনের রপ্তানির অপচেষ্টা রোধ করতে হবে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে নূর উদ্দিন মাহমুদ কামাল বলেন, 'সরকার যে পরিমাণ কয়লা আছে বলে দাবি করছে তা সঠিক নয়। দেশের সবচেয়ে বড় কয়লাখনি জামালগঞ্জ। এ কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা যাবে না। ফলে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ কমাতে হবে।' ড. বদরুল ইমাম বলেন, 'কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকতে হবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে কোনো দেশী-বিদেশী সংস্থা দিয়ে কয়লা উত্তোলন করতে হবে। এটা কোনোভাবেই ইজারা দেয়া যাবে না। ইজারা দেয়ার ফলে সরকার ৫-৬ ভাগ পায় বলে উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দেন। বাকি সম্পদ ইজারাদাররা তুলে নিয়ে যায়।' অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারাকাত বলেন, 'দেশে উন্নয়ন কার্যক্রম চলবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপারে। তবে পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয়, সেটিও দেখতে হবে। কয়লা উত্তোলন করতে গিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। খোলা পদ্ধতিতে কয়লা তুলতে গিয়ে যদি ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়, তবে জনগণ কোনোভাবেই তা মেনে নেবে না। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি বৈঠকে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ড. এমএম আকাশ বলেন, 'সাংবিধানিকভাবে জনগণের মতামত নিয়ে কয়লা নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।' বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বুদ্ধিমান দেশ। তারা তাদের তেল-গ্যাস কোনো কিছুই উত্তোলন করছে না। বরং আমদানি বাড়িয়ে নিজেদের চাহিদা পূরণ করছে। আর আমরা আমাদের অল্প যা সম্পদ রয়েছে তাও বিদেশীদের হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এটা যে একটা বোকামি তা সাদা চোখেই বোঝা যায়।'

গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'ফুলবাড়িয়া থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হলে ৫০ থেকে ৭০ হাজার মানুষকে অন্যত্র সরাতে হবে। প্রশ্ন হলো এতো মানুষকে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে পুনর্বাসন করা হবে? এতো জায়গা কী কোথাও আছে? যাদেরকে এই এলাকা থেকে সরানো হবে, তাদের কাছে কী জানতে চাওয়া হয়েছে যে, আপনাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে অমুক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই? তাছাড়া পুনর্বাসন করার প্রস্তাব স্বচ্ছভাবে সামনে আনতে হবে। এশিয়া এনার্জির ব্রায়ান মুনি বলেছেন, 'মিলিয়ন ডলারের ধান না, বিলিয়ন ডলারের কয়লা- সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশকে।' সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাংলাদেশ নেবে। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মিলিয়ন ডলারের ধানের পুরোটাই আমাদের। আর বিলিয়ন ডলারের কয়লার ৯৪% এশিয়া এনার্জির। বাংলাদেশের জন্যে ৬%। তাহলে বিলিয়ন ডলার তো এশিয়া এনার্জির। বাংলাদেশ কেন এতো বোকার মতো সিদ্ধান্ত নেবে?'

বিদেশীদের চাপে দ্রুত কয়লানীতি প্রণয়ন করা ঠিক হবে না। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সবার দৃষ্টি এখন কয়লা ও গ্যাসের প্রতি। দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে কয়লা সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং কয়লা নিয়ে সব ধরনের দুর্নীতি, লোভ-লালসা পরিহার করে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে কয়লানীতি প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।